তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৭

**নাইজেরিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ‘কমার্শিয়াল ডিসপ্লে রুম’ উদ্বোধন করলেন দু’দেশের বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

 বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এবং নাইজেরিয়ার শিল্প, ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী অতুনবা রিচার্ড আদেনিয়ী আদেবায়ো (Otunba Richard Adeniyi Adebayo) ৩০ অক্টোবর, ২০২০ যৌথভাবে নাইজেরিয়ার আবুজায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে ‘কমার্শিয়াল ডিসপ্লে রুম’করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগদান করেন এবং নাইজেরিয়ার মন্ত্রী সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। উভয় মন্ত্রী হাইকমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বলেন যে এটি বিদেশিদের বিশেষত নাইজেরিয়ার আমদানিকারক এবং বিনিয়োগকারীদেরকে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য এবং বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে ভূমিকা রাখবে। মন্ত্রীদ্বয় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রবণতার কথা তুলে ধরে দুদেশের স্বার্থে বিশেষ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্ভাবনা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেন। উল্লেখ্য, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১১.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৮-১৯ অর্থবছর) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৪.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে (২০১৯-২০ অর্থবছর) দাঁড়িয়েছে।

 বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি আরো বলেন যে, এ শুভ উদ্যোগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় এক নতুন মাত্রা যোগ করলো। আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতি এবং বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী নাইজেরিয়ার সাথে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ওপর তাঁর গভীর আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। টিপু মুনশি সাম্প্রতিক সময়ে স্বাক্ষরিত কয়েকটি সমঝোতা স্মারকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

 নাইজেরিয়ার মন্ত্রী অতুনবা রিচার্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের নাইজেরিয়ায় পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য খাতে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

 ‘কমার্সিয়াল ডিসপ্লে রুম’উদ্বোধনের পর উভয় মন্ত্রী ‘নাইজেরিয়ান-বাংলাদেশি চেম্বার অভ্‌ কমার্স’ এবং ‘নাইজেরিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি ফোরাম’ এর উদ্বোধন করেন। চেম্বার এর সভাপতিদ্বয় দু’দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনের দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান শেষে উভয় মন্ত্রী পরস্পরকে দেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁরা আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন, বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, নাইজেরিয়ার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নাইজেরিয়ার বিভিন্ন চেম্বার ও বাণিজ্যিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

খাদিজা/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৬

**সকল ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েই উন্নত বাংলাদেশ গড়বে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতি, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়তে হবে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীতে শ্রী শ্রী মাধ্ব গৌড়ীয় মঠের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সকল ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেমন দেশ স্বাধীন করেছে, তেমনি বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২০৪১ সালের আগেই উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণ করবে।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ধারক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে না পারলে এই অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে।

 তাজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক দেশ। এদেশে সব ধর্মের মানুষ নিজেদের নাগরিক অধিকারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন যা রাষ্ট্র নিশ্চিত করেছে। ধর্ম যার যার উৎসব সবার জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ইসলাম ধর্মসহ অন্য সকল ধর্মেই স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। জাতির পিতার দর্শন মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই মানুষ। সকলের অধিকার আছে একটি দেশে নিজেদের ধর্ম পালন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ণ নাগরিক অধিকার এবং আত্মসম্মান নিয়ে বসবাস করার।

 মন্ত্রী জানান, জাতির পিতার আদর্শ ও চেতনাকে নষ্ট করে মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব-বিবাদ সৃষ্টি করতে ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে একটি সুবিধাবাদী দল। তারা ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে সকল ধর্মের মানুষের সাথে খেলা করে। তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

 অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, ১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ সংগ্রামের পর জাতির পিতা একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরই সুযোগ‍্য কন‍্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মডেল। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহমর্মিতায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

#

হায়দার/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৫

**মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে অপপ্রচারের সুযোগ নেই**

 **---তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

সরিষাবাড়ি (জামালপুর), ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, মাদ্রাসা থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগদানে এখন আর কোনো সমস্যা নেই। দু’এক জায়গায় যে সমস্যা রয়েছে তা সহসাই কেটে যাবে।

 তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে অপপ্রচার করার কোন সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে কেউ জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদে জড়িয়ে পড়ে না। বরং মাদ্রাসায় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা তাদের সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলছে।

 আজ জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে দৌলতপুর মহিলা মাদ্রাসার বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা, পুরস্কার বিতরণ ও আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

 এ সময় উপস্থিত ছিলেন তারাকান্দি ট্রাক ও ট্যাঙ্কলড়ী মালিক সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হক মুকুল, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম মানিক, জগন্নাথগঞ্জ পুরাতন ঘাট বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আওনা ইউপি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আনোয়ার হোসেন রাঙ্গা, মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও শিক্ষকবৃন্দ।

 #

তুহিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৪

**বঙ্গবন্ধু বিশ্ব দরবারে নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর ছিলেন**

 **-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাঙালি জাতির পিতাই ছিলেন না, বিশ্ব দরবারে তিনি নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর ছিলেন । এ কারণে তিনি বলেছিলেন ‘বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত - শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে’।

 মন্ত্রী আজ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ডুয়েট ছাত্রলীগ এলামনাই এসোসিয়েশন (ডুয়েকা) আয়োজিত মুজিববর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সে সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দরিদ্র দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েও তিনি বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের মুক্তির কথা ভাবতেন এবং বলতেন । সে কারণে তিনি প্রভাবশালী যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ব্লকে না গিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দেন।

 মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যের কথা তুলে ধরে বলেন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সকল বৈষম্য হতে জাতিকে মুক্ত করার জন্যই বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য ধাপে ধাপে প্রস্তুত করেছেন এবং দেশ স্বাধীন করেছেন।

 মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মিত্রবাহিনীর সদস্যরা এখনও বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে ফেরত পাঠান। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গবেষণা এমনকি প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের সকল পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছিলেন । বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনাগুলোই বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে।

#

মারুফ/নাইচ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬৩

**বাংলাদেশের অর্জনগুলো প্রকাশিত হলে দেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে**

 **--- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশের অর্জনগুলোর প্রকাশিত হলে দেশের ভাবমূর্তি দেশে-বিদেশে আরও উজ্জ্বল হবে। বিদেশীরা ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিনিয়োগ করতে আকৃষ্ট হবে। এ পর্যন্ত  ৯৮ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মুজিব বর্ষেই গ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এনার্জি এন্ড পাওয়ার পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত ‘পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র: সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়নের উদাহারণ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, লক্ষ্যস্থির রেখে একাগ্রচিত্তে নেতৃত্ব দিতে পারলে সাফল্য আসবেই। বিদ্যুৎ খাত তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নতুন প্রজন্মদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পায়রা প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এসব দেখে তারা বাংলাদেশ নিয়ে আরো বড় আকারে চিন্তা করবে। বাংলাদেশে ১৬টি প্রকল্পে (সরকারি-৪টি, বেসরকারি-৭টি, জয়েন্ট ভেঞ্চার- ৫টি) কয়লাভিত্তিক ১৫ হাজার ৭৫২ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন।

 অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক শাহ আব্দুল মওলা হেলাল। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, পরিবেশবান্ধব যন্ত্রাদির ব্যবহার, কয়লা সরবরাহ ও পরিবহণ,  বিদ্যুৎ ইভাকেশন, পুনর্বাসন, নিরাপদ ও নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

 দ্রুত উন্নয়নের ফলে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিবি) এবং চায়না মেশিনারি এমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি), চায়না এর যৌথ উদ্যোগে গত ১ অক্টোবর ২০১৪ বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল) গঠিত হয়। কোম্পানিটি পটুয়াখালীর কলাতলা উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নে পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প শুরু করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকল্পে গত ২৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল) এবং এনইপিসি ও সিইসিসি, চায়না-এর কন্সোর্টিয়ামের মধ্যে ইপিসি(ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিউরমেন্ট এবং কন্সট্রাকশন) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জানুয়ারি ২০২০-এ প্রথম ইউনিট এবং সেপ্টেম্বর ২০২০-এ দ্বিতীয় ইউনিট সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়। আশা করা হচ্ছে নভেম্বর ২০২০-এ সিওডি ( কমার্শিয়াল ওপেনিং ডেট)  সম্পন্ন হবে।

 এনার্জি এন্ড পাওয়ার  পত্রিকার সম্পাদক মোল্লাহ মোঃ আমজাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম তামিম, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ বেলায়েত হোসেন, পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, অস্ট্রেলিয়ার আরএমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিরোজ আলম, বুয়েটের সহযোগী অধ্যাপক কাজী বায়োজিত কবির ও নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার এ এম খোরশেদুল আলম বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬২

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ হাজার ৫৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৩২০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৭ হাজার ৬৮৪ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৯২৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ২৪ হাজার ১৪৫ জন।

#

হাবিবুর/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬১

**পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন আনা হবে**
 **-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

রাঙামাটি, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

 পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন আনা হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
শ ম রেজাউল করিম।

 আজ রাঙামাটিতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)-এর কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্রে কাপ্তাই হ্রদে বিএফডিসি'র কার্যক্রম অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান। বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদের সভাপতিত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে, ইলিশ উৎপাদনে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। তিনি মনে করেন দেশের বদ্ধ জলাশয় থেকে শুরু করে ছোট খাল, হাওর-বাঁওড়, লেক, বিল সর্বত্রই মাছের চাষ হবে।’

 মন্ত্রী আরো বলেন, ‘মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে আরো উন্নত করা যায় সেটা সরেজমিনে দেখার জন্য আমরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালে অতীতে কখনো মৎস্যজীবীদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো না। এবছর লেকে মৎস্য আহরণ বন্ধকালে মৎস্যজীবীদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে আগামীতেও এটা অব্যাহত থাকবে।’

 এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘কাপ্তাই হ্রদে অতীতের চেয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১২ হাজার ৬ শত মেট্রিক টনের ঊর্ধ্বে এবার উৎপাদন হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে কাপ্তাই হ্রদে মাছের উৎপাদন ১৫ হাজার মেট্রিক টনের ঊর্ধ্বে চলে যাবে। এতে এ অঞ্চলের মানুষ যেমন মাছ পাবে, তাদের পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা পূর্ণ হবে, এ মাছ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে। আমাদের এখনকার লক্ষ্য কাপ্তাই হ্রদের ব্যবস্থাপনা। যাতে হ্রদের পরিবেশ দূষণ না হয়, অবৈধভাবে এখান থেকে মা মাছ বা পোনা মাছ যাতে কেউ ধরতে না পারে। আমরা পরিকল্পিতভাবে কাপ্তাই হ্রদকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ করে এর ঐতিহ্য বাড়াবো। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবো।’

 সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ‘যে জাল দিয়ে মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ছোট মাছ ধরা পড়ে, মাছের পোনা নষ্ট হয়-এ জাতীয় কোনো জাল দিয়ে মাছ ধরতে দেয়া হবে না। যারা অবৈধ জাল ব্যবহার করবে তাদেরকে আইনের আওতায় আসতে হবে। মোবাইল কোর্টে তাদের সর্বনিম্ন সাজা হবে এক বছরের কারাদণ্ড। এমনকি জরিমানাও হতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান খুবই কঠোর।’

 পরে কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। এরপর রাঙামাটি জেলায় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাঙামাটি নদী উপকেন্দ্রের গবেষণা অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় যোগ দেন তিনি।

#

ইফতেখার/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৬০

**তৃণমূলে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কমিউনিটি পুলিশিং**

 **-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, সমাজের তৃণমূলে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কমিউনিটি পুলিশিং।

 আজ ময়মনসিংহ টাউন হলের তারেক স্মৃতি মিলনায়তনে ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ আয়োজিত কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে আয়োজিত কমিউনিটি পুলিশিং সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, পারিবারিক জীবন হতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পর্যন্ত সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে পুলিশ বাহিনী। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন, মাদকের বিস্তার রোধ, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি এমনকি ভূমিদস্যুদের প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে পুলিশ বাহিনী।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে কমিউনিটি পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কিংবা সরকারের একার পক্ষে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেকটাই দুরূহ কাজ। সমাজের প্রতিটি স্তরের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে তাহলে এই কঠিন কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। আর এ কাজটি খুব দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে কমিউনিটি পুলিশের সদস্যগণ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টিতেও কাজ করছে কমিউনিটি পুলিশের সদস্যগণ। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি এমনকি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করছে পুলিশ বাহিনীকে।

 ভবিষ্যতে কমিউনিটি পুলিশিং ধারণার আরো আধুনিক সংস্করণ বিট পুলিশিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ডকে আরো বেগবান, যুগোপযোগী এবং কার্যকর করে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সকল সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীতে চেইন অভ্‌ কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে বাহিনীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সাথে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ফলে পুলিশ বাহিনীতে গতিশীলতা বৃদ্ধি  এবং সদস্যদের কর্মস্পৃহা, কর্মদক্ষতা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে।

 ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি ব্যারিস্টার হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটু, বিভাগীয় কমিশনার মোঃ কামরুল হাসান ও জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমান।

 অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামী লীগের অন্য নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৯

**ফরিদপুর ও মাগুরায় নতুন রেলপথ নির্মাণে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন রেলপথ মন্ত্রীর**

মাগুরা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন আজ ফরিদপুর জেলার কামারখালী থেকে মধুখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ লাইন নির্মাণ প্রকল্পের এলাইনমেন্ট অনুযায়ী কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করেন।

 পরিদর্শন শেষে মাগুরায় জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় মন্ত্রী বলেন, রেলওয়ে খাত একসময় অবহেলিত ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রেলওয়েকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে দেশ যত উন্নত সে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা তত‌ই উন্নত। রেলকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন চিন্তা করা যায় না। আর এ লক্ষ্যেই উন্নত দেশের মতো পরিকল্পনা করে রেল খাতে উন্নয়ন চিন্তা করা হচ্ছে।

 মন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রতিটা জেলায় রেল সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বর্তমানে ১০৭টি রেলওয়ে স্টেশন বন্ধ রয়েছে। লোক নিয়োগের মাধ্যমে স্টেশনগুলো চালু করা গেলে অধিকহারে যাত্রী সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

 মাগুরা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, নতুন রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে মাগুরা জেলায় রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। এটি নির্মাণের ক্ষেত্রে এলাইনমেন্ট অনুযায়ী কিছু মানুষের আপত্তি রয়েছে তা সরেজমিনে দেখার জন্য তিনি এসেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসব সমস্যা মিটিয়ে আগামী জানুয়ারির মধ্যে বাস্তব কাজ শুরু করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

 রেলপথ মন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোঃ আবদুর রহমান, সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ শামসুজ্জামান সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ।

 #

শরিফুল/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৮

**রোগীদের সাথে মানবিক আচরণ করার আহ্বান শিল্প প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 রোগীদের সাথে সবসময় মানবিক আচরণ করা ও তাদেরকে আন্তরিক সেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। করোনার এই ক্রান্তিলগ্নে অনেক বড় বড় হাসপাতাল রোগীদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

 আজ রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে মিরপুর জেনারেল হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের রূপনগর শাখার উদ্বোধনকালে শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সরকার চিকিৎসা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। কমিউনিটি হাসপাতাল স্থাপন করে অত্যন্ত স্বল্প খরচে গ্রামীণ জনপদে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিয়েছে সরকার। প্রতিমন্ত্রী এসময় মফস্বল এলাকায় সরকারি হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারদের নিয়মিত অবস্থান ও রোগীদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানের জন্য ডাক্তারদের প্রতি আহ্বান জানান।

 কামাল আহমেদ মজুমদার স্বল্পমূল্যে উন্নত চিকিৎসা ও গরিব-অসহায়দের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানে আন্তরিক হবার জন্য সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সেবার নামে রোগীদের হয়রানি করা যাবে না। তিনি বলেন, সকলের জন্য মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা গেলে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

 মন্ত্রী বলেন, চিকিৎসার জন্য শুধু হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করলে হবে না, আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষ টেকনিশিয়ান ও নার্সও নিশ্চিত করতে হবে। রোগ নির্ণয় ছাড়া অপ্রয়োজনীয় ঔষধ প্রেসক্রাইব না করার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান। বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সেবার মান বজায় রাখতে সার্বক্ষণিক তদারকি আরো জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী। স্থানীয় জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আহ্বান জানিয়ে শিল্প প্রতিমন্ত্রী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৭নং ওয়ার্ডকে মডেল ওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সব ধরণের সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

#

মাসুম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৭

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের প্রশংসায়**

**উপমহাদেশে তোলপাড় অথচ 'দলকানা' বিএনপির মুখে শুধুই সমালোচনা**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 'জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসায় ভারত-পাকিস্তানসহ সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে তোলপাড় হলেও 'দলকানা' বিএনপির মুখে শুধু সমালোচনাই' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ ঢাকায় মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে দেশের চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক সমিতির শীর্ষ নেতাদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি মুশফিকুর রহমান গুলজার, প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম খসরু, পরিচালক সমিতির মহাসচিব বদিউল আলম খোকন এবং প্রযোজক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল সংস্থা-আইএমএফ এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ সময় ড. হাছান বলেন, আইএমএফ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বছরের শেষান্তে আমাদের মাথাপিছু আয় ভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে।  অর্থনৈতিক, মানবিকসহ সমস্ত সূচকে আমরা পাকিস্তানকে বহু আগেই এবং অনেক সূচকে ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছি। বিশেষ করে এখন অর্থনৈতিক সূচক যেমন 'পার ক্যাপিটা জিডিপি'র ক্ষেত্রেও আমরা ভারতকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি।'

 শুধু আইএমএফ নয়, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী করোনা মহামারির এ বছরে ভারত-পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই যেখানে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক, সেখানে বাংলাদেশ সেই হাতেগোনা কয়েকটি দেশের একটি যাদের প্রবৃদ্ধি ধনাত্মক উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী।

 মন্ত্রী বলেন, যে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্বে সর্বোচ্চ আর মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ সর্বনিম্ন, ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস যে দেশের নিত্যসঙ্গী, জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সেই বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি নিয়ে ভারত-পাকিস্তানসহ সমগ্র উপমহাদেশে ব্যাপক আলোচনা- প্রশংসা হচ্ছে। ভারতের গণমাধ্যমে খবর ও টক-শো'তে তাদের বুদ্ধিজীবীরা এবং পাকিস্তানের গণমাধ্যমও সরকারের  ব্যাপক প্রশংসা করছে।

 'কিন্তু এদেশের একটিমাত্র দল বিএনপি এবং তার কিছু মিত্র এই প্রশংসা করতে পারছে না' বলেন ড. হাছান। তিনি বলেন, 'বিএনপি শুধু বলে বেড়ায়, সরকার তাদের কথা বলতে দেয় না অথচ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব সকালে একবার সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন, বিকেলে আরেকবার করেন। এবং টিভি খুললেই দেখা যায়, টেলিভিশনগুলোতে তার এই বিষোদগার প্রচার হয়। তারা শুধু অহেতুক বিষোদগারই করতে পারে, প্রশংসা করতে পারে না।'

 'এটি বিএনপির রাজনৈতিক ও চিন্তা-চেতনার দৈন্য এবং তারা যে 'দলকানা' অর্থাৎ শুধু দল নিয়ে ভাবে, দেশ ও দশের কথা ভাবে না, সেটিরই বহিঃপ্রকাশ' বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

 এসময় চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী চেতনায় এদেশে যে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সেই চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে ইতোমধ্যেই যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন। চলচ্চিত্রে অনুদানের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ দুই-ই বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিনেমা হল নির্মাণ, বন্ধ হল চালু ও সংস্কারের জন্য এক হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। করোনার মধ্যেও এ বছর প্রায় ২৫ টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। সরকার বিশ্বাস করে, দেশের মানুষকে সুস্থ বিনোদন দেয়া ও তরুণ সমাজকে অবক্ষয় থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে, জানান তথ্যমন্ত্রী।

 #

আকরাম/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৫

**হাইকোর্টের নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মূলবক্তব্য চূড়ান্ত**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মূলবক্তব্য (টেকস্ট) চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে সংরক্ষিত অডিওটেপ, ভিডিও ও প্রকাশনাসমূহ পর্যালোচনা করে ভাষণের মূলবক্তব্য চূড়ান্ত হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত সভায় আজ ভাষণটির মূলবক্তব্য চূড়ান্ত করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি ভাষণটি চূড়ান্ত করে।

 কমিটির সভাপতি এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস. এম হারুন-অর-রশীদের সভাপতিত্বে বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন, বাংলাদেশ বেতারের সাবেক উপমহাপরিচালক আশফাকুর রহমান খান, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার, পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ ও ডিএফপির মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক ভাষণের মূলবক্তব্যের (প্রকৃত কেকস্ট) বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের ৩১৪৬/২০২০ নম্বর রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মূলবক্তব্যের (প্রকৃত টেকস্ট) চূড়ান্ত করে তথ্যমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় ভাষণটি যাচাই করে হাইকোর্টে দায়ের করা রিট মামলার জবাব হিসেবে প্রেরণ করবে।

#

আরিফুল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৫৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৬

**শেরপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

শেরপুর, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীখালিদ মাহমুদ চৌধুরী আজ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্থাপিত ড্রেজার কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

 উল্লেখ্য, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ ড্রেজিংএর মাধ্যমে নাব্যতা পুনরুদ্ধারের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নাব্যতারক্ষা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌপথ পুনরুদ্ধার জন্য সারাবছর ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর লক্ষ্য "পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার" প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ১৮ কিলোমিটার ড্রেজিং করা হচ্ছে। শেরপুর সদর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র ব্রীজ হতে জঙ্গলদী চর হয়ে ভাটিপাড়া চর পর্যন্ত ১৮ কিলোমিটারে ৫৫.৭৮ লক্ষ ঘনমিটার ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং ৪১.৮৪ লক্ষ ঘনমিটার মেইনটেনেন্স ড্রেজিং করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ১৬৯ কোটি ২২ লাখ টাকা। প্রকল্পের কাজ অক্টোবর ২০২০ এ শুরু হয়ে ২০২৪ এর জুনে শেষ হবে। এরফলে সারাবছর পণ্য ও যাত্রীবাহী নৌযান নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে চলতে পারবে। কৃষিকাজে সেচ ও মৎস্যচাষে সহায়ক হবে।

 প্রতিমন্ত্রী শেরপুরে ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, নদীখননের মাধ্যমে সারাদেশে নৌবাণিজ্য সৃষ্টি হবে। কর্মসংস্থান হবে, বেকারত্ব দূর হবে ও কৃষিনির্ভর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। সাশ্রয়ী মূল্যে যাত্রী এবং মালামাল পরিবহন সহজ হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার অঙ্গিকার শত বছরের পুরনো নদীর গতিপথ ফিরিয়ে আনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশ ও জনগণের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন; তারই ফলশ্রতিতে সারাদেশে  ১০,০০০ কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হবে।

 বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদের হুইপ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আতিউর রহমান আতিক, সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসাইন খান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আব্দুস সামাদ, শেরপুর পৌরসভার মেয়র গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া লিটন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ টি এম জিয়াউল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম।

#

জাহাঙ্গীর/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৫৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৪

**ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগিতা না পেলে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতো**

 **-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ন্যায়সংগত অধিকার বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে সহায়তা না করলে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতো।

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্মরণে বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটির আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথমপ্রহরে স্বাধীনতাঘোষণা করার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলে ইন্দিরা গান্ধী প্রথম বিশ্বনেতা যিনি এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি সীমান্ত খুলে দিয়ে প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেন। তিনি বাঙালিদের পূর্ণ মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার দিয়ে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রের সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশকে সমর্থন করেন।

বাংলাদেশের জনগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যেখানে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যফেরত নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেখানে 'ইন্দিরা মঞ্চ' নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ভারতীয় মিত্রবাহিনীর স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণকাজ প্রক্রিয়াধীন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

 নেপালে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূতি এবং বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ কামরুল হাসান খান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের  সাবেক মহাসচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সালাউদ্দীন প্রমূখ আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন।

#

মারুফ/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫৩

**‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস’** **উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

প্রতিবছরেরর ন্যায় এবারও ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

এবারের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন দেশপুনর্গঠনে সবধরনের পদক্ষেপ নিয়ে ছিলেন। তিনি যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি দেশপুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের মূলধারায় যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করতে দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্প ও যুবকর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। যুবঋণ দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষজনশক্তি হিসেবে প্রবাসেও যুবদের কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটেছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২ লাখ ২৯ হাজার ৭৩৭ জন শিক্ষিত বেকার ‍যুবক ও যুবনারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬৪টি জেলা কার্যালয় ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৪৯৮টি উপজেলায় ৮৩টি ট্রেডে এ পর্যন্ত ৬১ লাখ ৭৬ হাজার ৭০৮ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে ২২ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৫ জন যুব আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে।

আমরা ‘যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬’ প্রণয়ন করেছি। যার আওতায় এ পর্যন্ত ১২ হাজার ২৩৫টি যুব সংগঠনকে ১৭ কোটি ৮৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ‘জাতীয় যুবনীতি, ২০১৭’ প্রণয়নপূর্বক অ্যাকশন প্ল্যান প্রকাশিত হয়েছে ও ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণীত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে যুবসংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০ হাজারের অধিক যুবসংগঠন তালিকাভুক্ত ও নিবন্ধিত হয়েছে। দেশের বহু যুবক ও যুবসংগঠক ‘কোভিড-১৯’ পরিস্থিতিকালীন স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের অঙ্গীকার ‘তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’কে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেন্টার অভ্‌ এক্সিলেন্স হিসেবে সাভার, ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় যুবউন্নয়ন ইনস্টিটউট গড়ে তোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে যুবপ্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

যুবসমাজকে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি কর্মসংস্থান, আত্নোন্নয়ন ও সমাজ বিনির্মাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি মহিলা, শিশু বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিও যুবসমাজকে দায়িত্বশীল হয়ে সমাজ-রাষ্ট্র থেকে সন্ত্রাস, মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদনির্মূলে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সরকার যুবসমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

আমি আশা করি, প্রাণশক্তিতে ভরপুর আমাদের যুবসমাজ তাদের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও কার্যকর অবদান রাখবে।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

 ইমরুল/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৫২

**বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৫ কার্তিক (৩১ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১ নভেম্বর ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “দেশের যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও পহেলা নভেম্বর ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। ‌এবছর বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবসের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান’ সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

যুবসমাজ জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সাহসী, বেগবান, প্রতিশ্রুতিশীল, সম্ভাবনাময় ও সৃজনশীল। বাংলাদেশের ইতিহাসে যুবদের বীরত্বপূর্ণ অবদান ও মহান আত্মত্যাগ চিরঅম্লান হয়ে থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আহ্বানে মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এদেশের যুবসমাজ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লালসূর্য। মূলত বাংলাদেশের ইতিহাস যুবদের গৌরবময় অবদানে ভাস্বর। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ জাতির বিভিন্ন সঙ্কট উত্তরণে যুবসমাজের অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নতদেশে রূপান্তর ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন করতে এ জনমিতিক সুবিধাকে (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে হবে। এজন্য আমাদের যুবসমাজকে পরিপূর্ণ দক্ষ ও মানবিক করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তাদের পশ্চাৎপদতা, কুসংস্কার, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রেখে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, পরমতসহিষ্ণু, উদার ও নৈতিকতাসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে যুবসমাজ দেশগঠনের কাজে নিজেদের ‌আরো বেশি নিবেদিত করবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/শাহ আলম/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১২৩৮ ঘণ্টা